এই প্রতিবেদনে ধর্ষণের শিকার নারী ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের নাম ও ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছে।

সাতক্ষীরায় গণধর্ষণের শিকার এক নারী : পুলিশ কর্তৃক ভুল তথ্য সন্নিবেশিত করা ও ঘুষ নেয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার সংখ্যালঘু (হিন্দু) সম্প্রদায়ের দ্বাদশ শ্রেণির এক কলেজ ছাত্রী গীতা রাণী[১] (১৮) বাড়ি থেকে বামনডাঙ্গা গ্রামে একটি মেলা দেখতে যান। রাত আনুমানিক ৮.৩০টায় তিনি মেলার পূর্বপাশে বসে পূর্বপরিচিত অনুপ মন্ডলের সঙ্গে গল্প করছিলেন। এসময় হঠাৎ করে ৭/৮ জন দুর্বৃত্ত তাঁদের কাছে এসে অনুপকে মারধর করে তাঁর ও গীতার মোবাইল ফোন এবং তাঁর মানিব্যাগ কেড়ে নেয়। তাদের মারধরের এক পর্যায়ে অনুপ অজ্ঞান হয়ে গেলে গীতাকে তারা জোর করে ধরে বামনডাঙ্গা বিলে (সাধারণত ধান ক্ষেত যেখানে বর্ষা মৌসুমে পানি থাকে) নিয়ে যায়। সেখানে চারজন মিলে গীতাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ভোররাত আনুমানিক ৪.০০ টায় একজন ধর্ষণকারী গীতাকে বাইনতলা গ্রামের একটি বাড়িতে রেখে চলে যায়। সেখানে এক মহিলার কাছে গীতা জানতে পারেন ধর্ষণকারী ছেলেটির নাম আলমগীর। সেখান থেকে রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় অপরিচিতা এক মহিলা ও পুরুষ অসুস্থ অবস্থায় গীতাকে মোটরসাইকেলে করে তেঁতুলতলা নামের এক জায়গায় ফেলে রেখে চলে যায়। সেখান থেকে গীতার এক শিক্ষক তাঁকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেন। তারপর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ গীতার পরিবার তাঁকে আশাশুনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান। সেখানে তিনি ৩ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ভর্তি ছিলেন। এ ব্যাপারে গীতার বাবা এবং মামা ছয়বার আশাশুনি থানায় মামলা করতে গেলেও অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ এমদাদ হোসেন তাঁদের ফিরিয়ে দেয়। ৬ মার্চ ২০১৩ যখন গীতাকে নিয়ে তাঁর মামা আশাশুনি থানায় মামলা করতে যান, তখন ওসি গীতার

[১] ছদ্মনাম

কাছে ঘটনাটি শোনেন। তখন গীতা ওসি এমদাদ হোসেনকে জানান, মেলা থেকে তুলে নিয়ে প্রথমে আলমগীর পরে অজ্ঞাত আরো তিনজন তাঁকে ধর্ষণ করে। ওসির নির্দেশে মামলার এজাহার কপি লেখেন পবিত্র কুমার দাস নামের একজন ব্যক্তি। গীতা অভিযোগ করেন, এজাহারটি তাঁকে পড়ে শোনানো হয়নি এবং সেখানে তাঁকে স্বাক্ষর করতে বলা হয়। এজাহারে লেখা হয়েছে যে, গীতা পাঁচজন ব্যক্তি দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে অনুপ কুমার, হিমাংসু, মোঃ রাব্বী, ইয়াহিয়া এবং কমলেশ। এ ব্যাপারে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(৩)/৩০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার নম্বর-৬; তারিখঃ ৬/৩/২০১৩ ইং। কিন্তু গীতার অভিযোগ ছিল, তিনি চারজন ব্যক্তি দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন যাদের কাউকেই তিনি চিনতেননা। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন, একজনের নাম আলমগীর এবং তিনি ঐ এলাকার একজন সাংবাদিক। এই ব্যাপারে অধিকার তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে, যদিও আলমগীর নিজেকে দৈনিক কাফেলা এবং রেডিও নলতার সাংবাদিক বলে দাবি করে কিন্তু বর্তমানে সে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত নয় এবং ভূয়া ভিজিটিং কার্ড ব্যবহার করে এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। গীতা আরও জানান, যে পাঁচজনের নাম এজাহারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনুপ কুমার, হিমাংসু এবং কমলেশকে তিনি চেনেন এবং তারা তাঁকে ধর্ষণ করেনি। বাকী দুইজনকে তিনি চেনেন না। গীতা তাঁর ধর্ষণকারী হিসেবে আলমগীর ও অজ্ঞাত তিন জনের কথা বললেও পবিএ কুমার দাস এজাহারে আলমগীরের নাম বাদ দেন। উপরন্তু মামলার এজাহারে ওসি মোঃ এমদাদ হোসেনের নির্দেশে গীতার উদ্ধার কর্মী হিসেবে আলমগীরের নাম উল্লেখ করা হয়। যদিও আলমগীরই মূল ধর্ষণকারী বলে গীতার অভিযোগ ছিল। মামলা করার জন্য গীতার মামা শ্রী রথীন্দ্রনাথ মন্ডলের[২] কাছ থেকে ওসি পনের হাজার টাকা দাবি করলেও পরবর্তীতে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে মামলাটি নেয়। যদিও আইনগতভাবে বিনা পয়সায় মামলা লিপিবদ্ধ করার কথা।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে।

তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার ভিক্টিম, অভিযুক্ত ব্যক্তি, চিকিৎসক এবং পুলিশসহ বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে।

[২] ছদ্মনাম

সাক্ষাৎকারসমূহ:

গীতা রাণী (১৮), ধর্ষণের শিকার

গীতা রাণী অধিকারকে জানান, তিনি মানবিক বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় তিনি বামনডাঙ্গায় তাঁর ফুপুর বাড়িতে বেড়াতে যান। সেখান থেকে সন্ধ্যায় বামনডাঙ্গার পাগলের মেলায় যান। রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় তাঁর বন্ধু অনুপ মন্ডলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং তিনি মেলার পূর্বপাশে বসে অনুপের সঙ্গে গল্প করছিলেন। রাত আনুমানিক ৮.৩০ টার দিকে সেখানে ৭/৮ জন অপরিচিত ছেলে এসে তাঁদের ঘিরে ধরে এবং অনুপকে মারধর করে তাঁদের মোবাইল ফোন ও অনুপের মানিব্যাগ কেড়ে নেয়। সে সময়ে অনুপ অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে বামনডাঙ্গা বিলের মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চারজন মিলে তাঁকে ধর্ষণ করে। এক পর্যায়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ভোররাত আনুমানিক ৪.০০ টায় একজন ধর্ষণকারী তাঁকে বাইনতলা গ্রামের এক বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে থাকা এক মহিলার কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, এটা মোল্লাবাড়ি এবং যে ছেলেটা তাঁকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছে তার নাম আলমগীর এবং তার বাড়ি বামনডাঙ্গা। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সারাদিন তিনি ঐ বাড়িতে ছিলেন। রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় অপরিচিত এক মহিলা এবং একজন পুরুষ এসে তাঁকে মোটরসাইকেলে উঠিয়ে তেঁতুলতলা নামের এক জায়গায় রেখে যায়। সে সময় সেখান দিয়ে তাঁর এক শিক্ষক যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর শিক্ষক তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেন। বাড়িতে আসার পর তিনি তাঁর বাবা, মা এবং মামার কাছে ঘটনাটি বলেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ থেকে ৩ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত তিনি আশাশুনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি ছিলেন। এ সময়ে তাঁর বাবা এবং মামা ছয়বার থানায় মামলা করতে গেলেও অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ এমদাদ হোসেন মামলা নেয়নি। ৬ মার্চ ২০১৩ সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে গীতার ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়। এই ব্যপারে আশাশুনি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(৩)/৩০ ধারায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। মামলা করার আগে ওসি মোঃ এমদাদ হোসেন তাঁর কাছে বিস্তারিত শুনেন। তিনি অভিযোগ করেন, মেলার পাশ থেকে তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর আলমগীর তাঁকে প্রথমে ধর্ষণ করে এবং পরে অজ্ঞাত আরো তিনজন তাঁকে ধর্ষণ করে। তারপরও মামলার অভিযুক্তের তালিকায় আলমগীরের নাম নেই বরং

তাকে সাক্ষী হিসেবে ধরা হয়েছে। তিনি যেভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন মামলার এজাহারে সেভাবে তা লেখা হয়নি বলে তিনি জানান।

গীতার মামা

গীতার মামা অধিকারকে জানান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় গোয়ালডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল আলীম তাঁকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানায়, বামনডাঙ্গা পাগলের মেলা থেকে কে বা কারা গীতাকে তুলে নিয়ে গেছে। এ কথা শোনার পর তিনি তাঁর এক ভাগ্নির স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বামনডাঙ্গা মেলা, বামনডাঙ্গা বিল, জেলপতুয়া গ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় গীতাকে খোঁজাখোঁজি করেন। গীতাকে না পেয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ভোররাত আনুমানিক ৪.০০ টায় বাড়িতে ফিরে আসেন। সকাল আনুমানিক ৬.০০ টায় গীতাকে খোঁজার জন্য তিনি আবার বাড়ি থেকে বের হন। এরপর তিনি বড়দল, খাজরা, রাওতারা, পাঁচপোতা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করতে থাকেন। বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় কাদাকাটি ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য মিজানুর রহমান মন্টুকে মোবাইল ফোনে গীতার অপহরণের বিষয়টি জানান। সেসময় তিনি গীতার বাবা, ফুপাত ভাই, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান মন্টুসহ আরো পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে খাজরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এসএম শাহনেওয়াজ ডালিমের সঙ্গে দেখা করেন। চেয়ারম্যান তাঁদের জানান, সবাই মিলে আগে বামনডাঙ্গা মেলায় যেতে হবে। রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় তারা মেলা প্রাঙ্গনে পৌঁছান। ডালিম চেয়ারম্যান মেলা উদযাপন কমিটির সভাপতির কাছে গীতার অপহরণের বিষয়টি জানতে চান। সভাপতি তাঁকে জানান গীতার অপহরণের বিষয়টি কেউ তাঁদের জানায়নি। কিন্তু লোকমুখে তিনি ঘটনাটি শুনেছেন। মেলায় আসার ১০/১৫ মিনিট পর গীতার বাড়ি থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানতে পারেন গীতা বাড়ি চলে এসেছে। এরপর তিনি এবং গীতার পরিবারের লোকজন মেলা থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি বাড়িতে এসে গীতার কাছ থেকে ঘটনাটি শুনেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ হরতাল থাকার কারণে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে গীতার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু গীতার শারিরীক অবস্থা খারাপ থাকার কারণে আশাশুনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তাঁকে ভর্তি করানো হয়। এসময়ে তিনি ও গীতার বাবা একটানা ছয়দিন আশাশুনি থানায় যান। বারবার থানায় আসা যাওয়া করার পরও (ওসি) মোঃ এমদাদ হোসেন মামলা নিতে অপরাগতা প্রকাশ করে। এক পর্যায়ে ৬ মার্চ ২০১৩ গীতাকে নিয়ে

থানায় মামলা করতে গেলে, ওসির নির্দেশে মামলার এজাহার লিখেন পবিত্র কুমার দাস। পবিত্র কুমার দাস এজাহারটি তাঁদের পড়ে শোনাননি। পরে তিনি জানতে পারেন, এজাহারে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে। মামলা করার জন্য ওসি মোঃ এমদাদ হোসেন তাঁর কাছে পনের হাজার টাকা দাবি করে কিন্তু তিনি ওসিকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে পেরেছেন বলে তিনি জানান।

গীতার শিক্ষক

গীতার শিক্ষক অধিকারকে জানান, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় তিনি বুদহাটায় ছিলেন। সেখানে এক অপরিচিত লোকের কাছ থেকে জানতে পারেন বাইনতলায় গীতা নামের এক মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে। তখন তিনি ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য মোবাইল ফোনে তাঁর বন্ধু খাজরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এসএম শাহনেওয়াজ ডালিমের সঙ্গে কথা বলেন। ডালিম তাঁকে জানান, এটি গীতার লাশ নয়, গীতাকে খোঁজা হচ্ছে। তিনি বাড়ি ফেরার জন্য বুদহাটা থেকে রওনা দেন। রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় তেঁতুলতলা নামক স্থান থেকে ১৫০ গজ উত্তরে পৌঁছা মাত্রই মোটর সাইকেলের আলোতে কালো ওড়না দিয়ে মুখ পেচানো এক মেয়েকে দেখতে পান। কাছে আসা মাত্রই তিনি তাঁর প্রাক্তন ছাত্রী গীতাকে চিনতে পারেন। গীতা তাঁকে জানান, বাইনতলা থেকে অপরিচিত একজন পুরুষ এবং মহিলা তাঁকে মোটরসাইকেলে করে তেঁতুলতলায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। তখন তিনি গীতাকে মোটরসাইকেলে উঠিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেন।

ডাঃ উৎপল কুমার সরকার, সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আশাশুনি, সাতক্ষীরা

ডাঃ উৎপল কুমার সরকার অধিকারকে জানান, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টায় গীতা রাণী নামে এক রোগী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসে। রোগীর শরীরে জখমসহ দুই উরুর পাঁচ থেকে ছয় জায়গায় চামড়া ছেড়াঁ ছিল। এরপর তাঁকে মহিলা ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হয়। ৩ মার্চ ২০১৩ গীতাকে ছাড়পত্র দেয়া হয়।

অনুপ মন্ডল (২০), গীতার বন্ধু

অনুপ মন্ডল অধিকারকে জানান, তিনি ঢাকায় অবস্থিত ইন্টারন্যশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি এর ছাত্র। কালী পূজার ছুটিতে তিনি গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যান। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ দুপুর

আনুমানিক ২.০০ টায় গীতা তাঁকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানায়, সন্ধ্যায় বামনডাঙ্গা পাগলের মেলায় বেড়াতে যাবে। রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় বামনডাঙ্গা মেলায় গীতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মেলা প্রাঙ্গন থেকে আনুমানিক ১০/১২ হাত দূরে বসে তিনি ও গীতা গল্প করছিলেন। এসময় হঠাৎ করে অপরিচিত ৭/৮ জন ছেলে তাঁদের কাছে আসে এবং তাদেরকে ঘিরে ধরে তারা তাঁর শরীরে কিল, ঘুষি, লাথি মারে এবং তাঁর হাতে থাকা মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ এবং গীতার মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয়। তারপর হাতুড়ি দিয়ে শরীরে এবং মাথায় আঘাত করে। এক পর্যায়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখেন তাঁর বন্ধু হিমাংশু তাঁকে মোটরসাইকেলে উঠাচ্ছে। মোটর সাইকেলে করে তাঁকে দক্ষিণ বড়দল গ্রামের পল্লী চিকিৎসক পরিমলের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর মাথায় তিনটি সেলাই করা হয়েছে এবং তাকে সেলাইন দেয়া হয়েছে। তিনি সারা রাত পল্লী চিকিৎসক পরিমলের বাড়িতে ছিলেন বলে জানান।

কমল কান্তি মন্ডল, পল্লী চিকিৎসক, তোয়ারডাঙ্গা বাজার, আশাশুনি, সাতক্ষীরা

কমল কান্তি মন্ডল অধিকারকে বলেন, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৭.০০ টায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বামনডাঙ্গা গ্রামের মোঃ আলমগীর হোসেন তাঁর কাছে জানতে চান, একজন মেয়ে ধর্ষণ হওয়ার পর তাকে কী ধরনের ঔষধ দেয়া হয়। তখন তিনি তাকে কয়েকটি ঔষধের নাম বলে দেন। এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে তিনি রাজি হননি।

এস এম মারুফ হাসান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল সাতক্ষীরা

এস এম মারুফ হাসান অধিকারকে জানান, গত ৬ মার্চ ২০১৩ গীতা রাণী সদর হাসপাতালে আসেন। তিনি গীতার ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। মেডিকেল রিপোর্ট তিনি আশাশুনি থানায় প্রেরণ করেছেন। গীতার ধর্ষণের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোন উত্তর দেননি।

আলমগীর হোসেন (২৪), অভিযুক্তকারী

আলমগীর হোসেন অধিকারকে জানান, তিনি সাতক্ষীরা জেলার স্থানীয় দৈনিক কাফেলা এবং রেডিও নলতা (এফএম) এর সাংবাদিক। এছাড়া তিনি বাড়িতে কৃষিকাজ করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় গরু আনার জন্য বামনডাঙ্গা মেলার পূর্বপাশে বামনডাঙ্গা বিলে যান। সেখানে একজন

ছবিঃ আলমগীরের ভূয়া ভিজিটিং কার্ড

মেয়েকে মাটিতে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর বাড়িতে ডাক্তার এনে মেয়েটির চিকিৎসা করান। এরপর ওই মেয়েটার বাবাকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়। কিছুক্ষণ পর মেয়ের বাবা এবং মামা বাড়িতে এসে মেয়েটাকে নিয়ে যায়। গীতাকে জোর করে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি তা অস্বীকার করেন।

এটিএম রফিক উজ্জল, সম্পাদক দৈনিক কাফেলা

এটিএম রফিক উজ্জল অধিকারকে জানান, বড়দল কিংবা খাজরায় আলমগীর হোসেন নামে তাদের কোনো সাংবাদিক নেই। তিনি বলেন দৈনিক কাফেলা পত্রিকার সাংবাদিক পরিচয়ে যদি কেউ প্রভাব বিস্তার করে তাহলে তাঁরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

দিদারুল ইসলাম (১৬), এজাহার অনুযায়ী ধর্ষক

দিদারুল ইসলাম এর ডাকনাম রাব্বী । তিনি অধিকারকে জানান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় বন্ধু মোস্তাকীম, রিপন, শওকত ও আব্দুর রহমান মিলে বামনডাঙ্গা মেলায় যান। রাত আনুমানিক

৮.০০ টায় তিনি মেলার পাশে হৈচৈ এর শব্দ শুনতে পান। কিছুক্ষণ পর দুইজন ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে এবং তাঁকে জানায়, কয়েকজন ছেলে অনুপ নামে একজনকে মেরে একটি মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। তিনি সেখানে গিয়ে দেখতে পান যে, অনুপের মাথা দিয়ে অনবরত রক্ত ঝরছে। তখন মেয়েটিকে উদ্ধার করার জন্য দুই ব্যক্তি তাঁকে অনুরোধ করে। কিন্তু তিনি কোন সাহায্য না করে রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় বাড়িতে ফিরে আসেন।

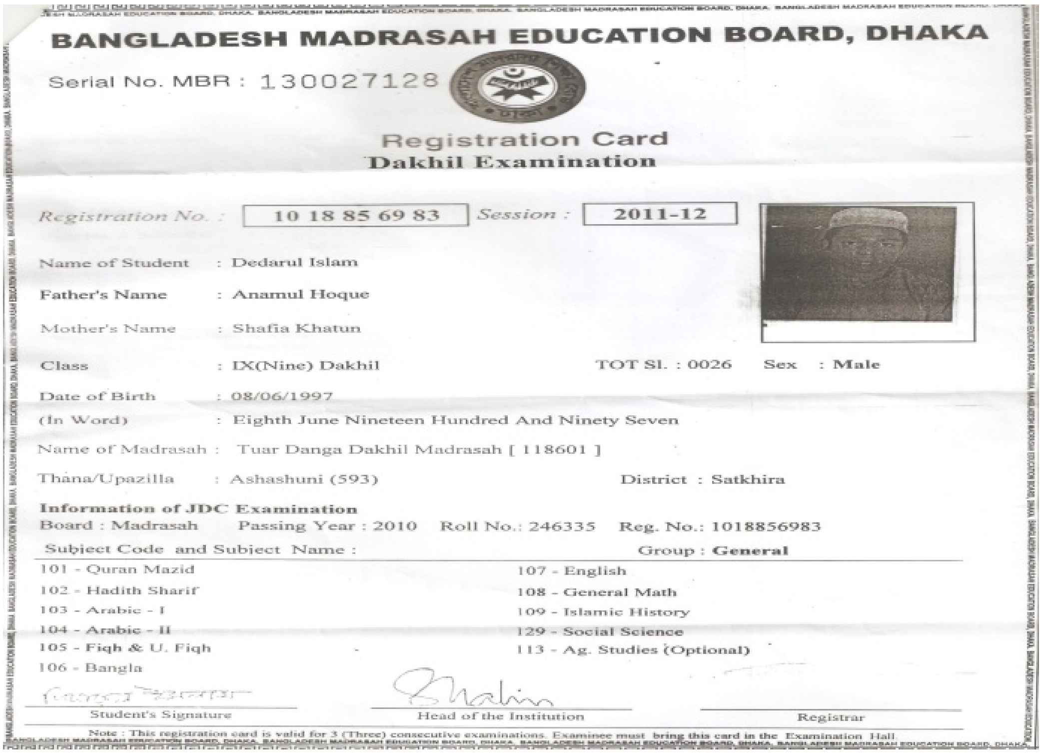

BANGLADESH MADRASAH EDUCATION BOARD, DHAKA

Serial No. MBR : 130027128

Registration Card
Dakhil Examination

Registration No. : 10 18 85 69 83 Session : 2011-12

Name of Student : Dedarul Islam
Father's Name : Anamul Hoque
Mother's Name : Shafia Khatun
Class : IX(Nine) Dakhil TOT Sl. : 0026 Sex : Male
Date of Birth : 08/06/1997
(In Word) : Eighth June Nineteen Hundred And Ninety Seven
Name of Madrasah : Tuar Danga Dakhil Madrasah [118601]
Thana/Upazilla : Ashashuni (593) District : Satkhira

Information of JDC Examination
Board : Madrasah Passing Year : 2010 Roll No.: 246335 Reg. No.: 1018856983

Subject Code and Subject Name : Group : General

101 - Quran Mazid	107 - English
102 - Hadith Sharif	108 - General Math
103 - Arabic - I	109 - Islamic History
104 - Arabic - II	129 - Social Science
105 - Fiqh & U. Fiqh	113 - Ag. Studies (Optional)
106 - Bangla	

Student's Signature Head of the Institution Registrar

Note : This registration card is valid for 3 (Three) consecutive examinations. Examinee must bring this card in the Examination Hall.

ছবিঃ দিদারুল ইসলাম এর দাখিল পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড যেখানে কার্ডের হিসাব অনুযায়ী তার বয়স ১৬ বছর

আসেন। এ ঘটনা মেলা প্রঙ্গনে জানাজানি হয়ে যায়। ৭ মার্চ ২০১৩ রাত আনুমানিক ৭.০০ টায় তোয়ারডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসায় এক ইসলামী মাহফিলে আলমগীর হোসেন তাঁকে জানায়, গীতার ধর্ষনের বিষয়ে রাব্বীর নামে মামলা হয়েছে। আলমগীরের নামেও মামলা হয়েছিল কিন্তু আশাশুনি থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ এমদাদ হোসেন আলমগীরের কাছ থেকে পনের হাজার টাকা নিয়ে ধর্ষণ মামলা থেকে আলমগীর হোসেনের নাম বাদ দিয়েছেন। আলমগীর রাব্বীকে আরো জানায়, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাতে মেলা থেকে গীতাকে তুলে নিয়ে আলমগীর, তোয়ারডাঙ্গার একজন ছেলে এবং গোয়ালডাঙ্গার দুইজন ছেলে মিলে গীতাকে ধর্ষণ করে।

বিঃ দ্রঃ মামলার এজাহারে তাঁর নাম মোঃ রাব্বী ও বয়স ২০ বছর উল্লেখিত রয়েছে।

এনামুল হক, দিদারুল ইসলাম রাব্বীর বাবা

এনামুল হক অধিকারকে জানান, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় রাব্বী কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বামনডাঙ্গা মেলায় যায়। রাত আনুমানিক ৯.০০ টার দিকে বাড়ি ফিরে আসে। কেউ শত্রুতা করে গীতার ধর্ষণের ব্যাপারে তাঁর ছেলের নাম যুক্ত করেছে বলে তিনি ধারণা করেন। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

মোঃ এমদাদ হোসেন, অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আশাশুনি থানা, সাতক্ষীরা

মোঃ এমদাদ হোসেন অধিকারকে জানান, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ দুপুরে গীতার মামা একটি অপহরনের অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সেই অভিযোগ গ্রহণ করেননি। ৬ মার্চ ২০১৩ গীতা রাণী বাদী হয়ে আশাশুনি থানায় পাঁচজনকে আসামী করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(৩)/৩০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করে। যার নম্বর-৬; তারিখঃ ৬/৩/২০১৩ ইং। মামলা দায়ের করার আগে তিনি গীতার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শোনেন। গীতা তাকে জানায়, দৈনিক কাফেলা পত্রিকার সাংবাদিক আলমগীর হোসেন তাকে ধর্ষণ করেছে। মামলায় আলমগীর হোসেনের নাম না আসার কারণ জানতে চাইলে ওসি জানান, আলমগীর সাংবাদিক হওয়ার কারণে এজাহারে তার নাম বাদ দিয়েছেন। মামলার এজাহারে প্রকৃত ঘটনা না আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি।

অধিকার এর বক্তব্য ঃ

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে,

১. আশাশুনি থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ এমদাদ হোসেন গীতা রাণীর পরিবারের কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা দাবি করে অবশেষে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে মামলা লিপিবদ্ধ করেছে ও মামলার প্রধান আসামী আলমগীরের কাছ থেকে পনের হাজার টাকা নিয়ে তার নাম এজাহার থেকে বাদ দিয়েছে।

২. তথ্যানুসন্ধানে আলমগীরের বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আলমগীর ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় গরু আনার জন্য বামনডাঙ্গা বিলে যায় এবং একজন মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখে

ঐ মেয়েকে বাড়িতে এনে চিকিৎসা করায়। কিন্তু পল্লী চিকিৎক কমল কান্তি মন্ডলের বক্তব্য অনুযায়ী সকাল ৭.০০ টায় আলমগীর তাকে মোবাইল ফোনে ফোন করে জানতে চায় একজন মেয়ে ধর্ষিতা হওয়ার পর তাকে কী ধরনের ঔষধ দেয়া হয়। এছাড়াও গীতাকে তাঁর এক শিক্ষক বাড়িতে পৌঁছে দেয়। কিন্তু আলমগীর বলেছে যে, গীতাকে তার বাবা ও মামা এসে নিয়ে যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে তথ্যানুসন্ধানে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে আলমগীরের বক্তব্যের অসামঞ্জস্যতা রয়েছে।

৩. অধিকার তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে আরো জানতে পারে যে, যদিও আলমগীর নিজেকে দৈনিক কাফেলা এবং রেডিও নলতার সাংবাদিক বলে দাবি করেছে কিন্তু বর্তমানে আলমগীর সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত নয় এবং ভূয়া ভিজিটিং কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন অন্যায় অপকর্মে নিয়োজিত আছে।

৪. মামলার এজাহারে প্রকৃত তথ্য গোপন করা হয়েছে এবং প্রকৃত আসামীদের নাম বাদ দেয়া হয়েছে।

এই অবস্থায় মামলাটির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত অপরাধীদেরকে ধরে এনে বিচারের মুখোমুখী করা এবং আশাশুনি থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ এমদাদ হোসেনের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য অধিকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-